৫০তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer Batch

ভূ-গোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

লেকচার: ০৩

টপিক:

- ✓ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি, বাংলাদেশের ভূমিরূপ, বাংলাদেশের ভূ-সম্পদ, বাংলাদেশের জলাভূমি।

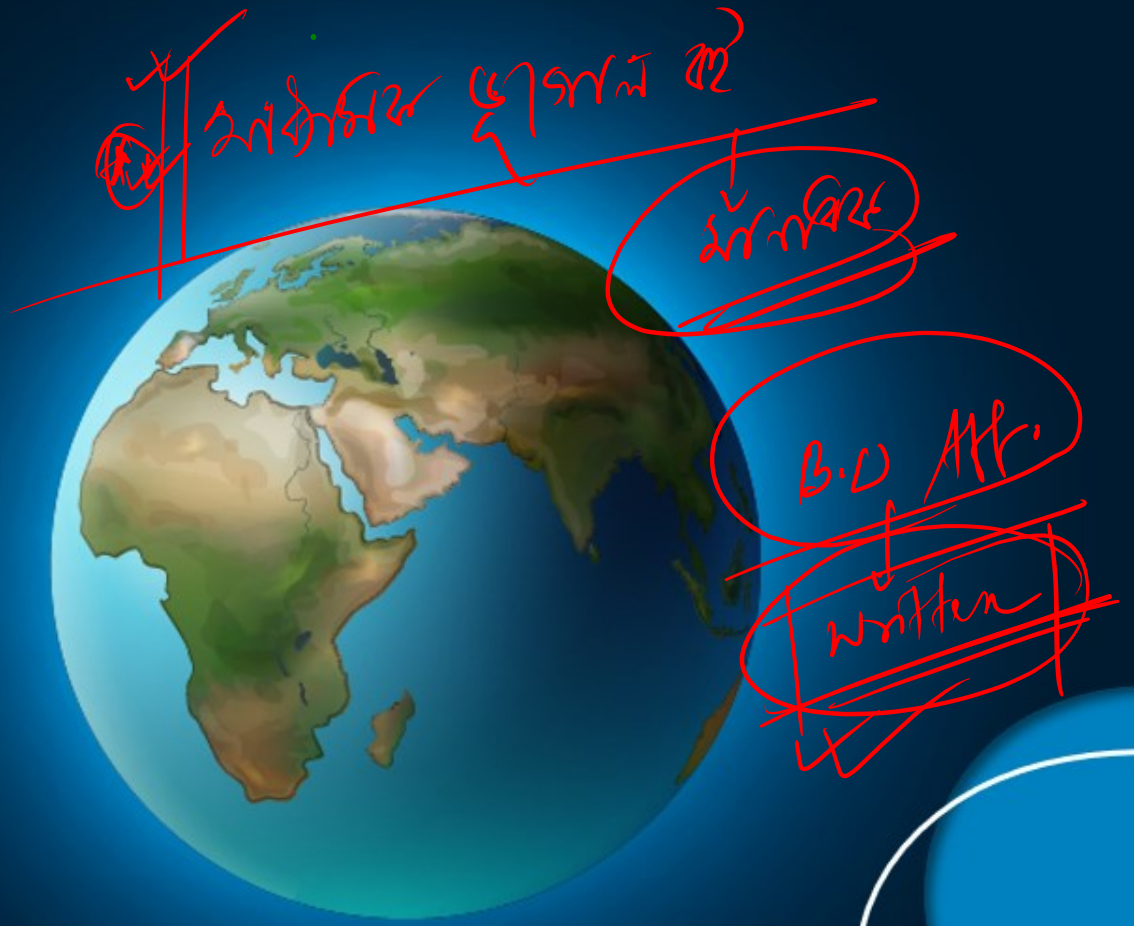

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

❑ বাংলাদেশের অবস্থান -

বিষয়	তথ্য
অক্ষরেখা	২০°৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।
দ্রাঘিমারেখা	৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।
কর্কটক্রান্তি রেখা	বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা) (ট্রপিক অব ক্যান্সার) অতিক্রম করেছে। এ রেখা চুয়াডাঙ্গা দিয়ে প্রবেশ করে ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি হয়ে রাঙামাটি বরাবর বের হয়েছে।
৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা	এই রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। বরগুনা, পিরোজপুর, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর ও শেরপুর জেলার উপর দিয়ে গেছে।
ঢাকার প্রতিপাদ স্থান	চিলির পাশে প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসছে।
গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী/আগে।	

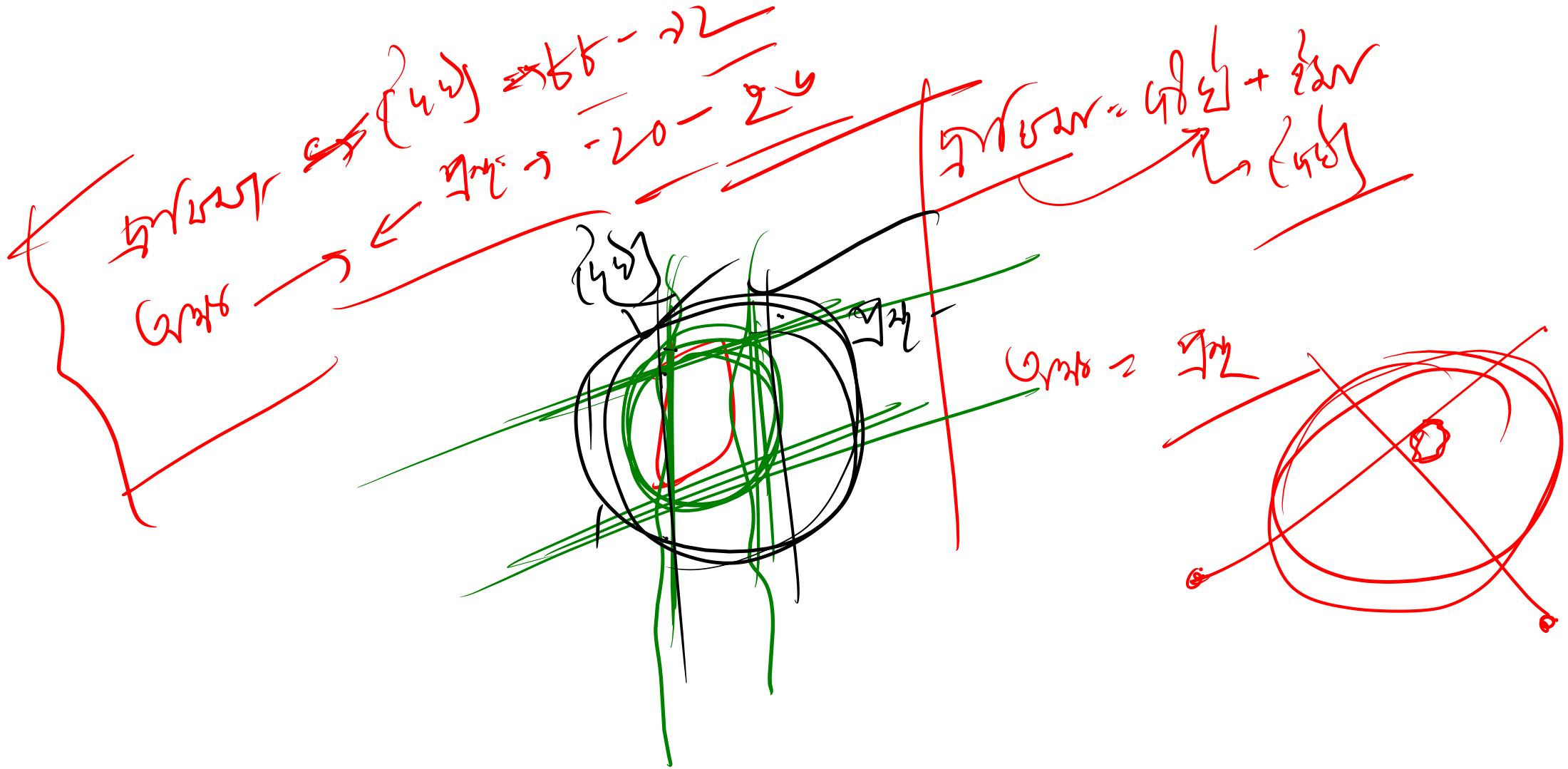

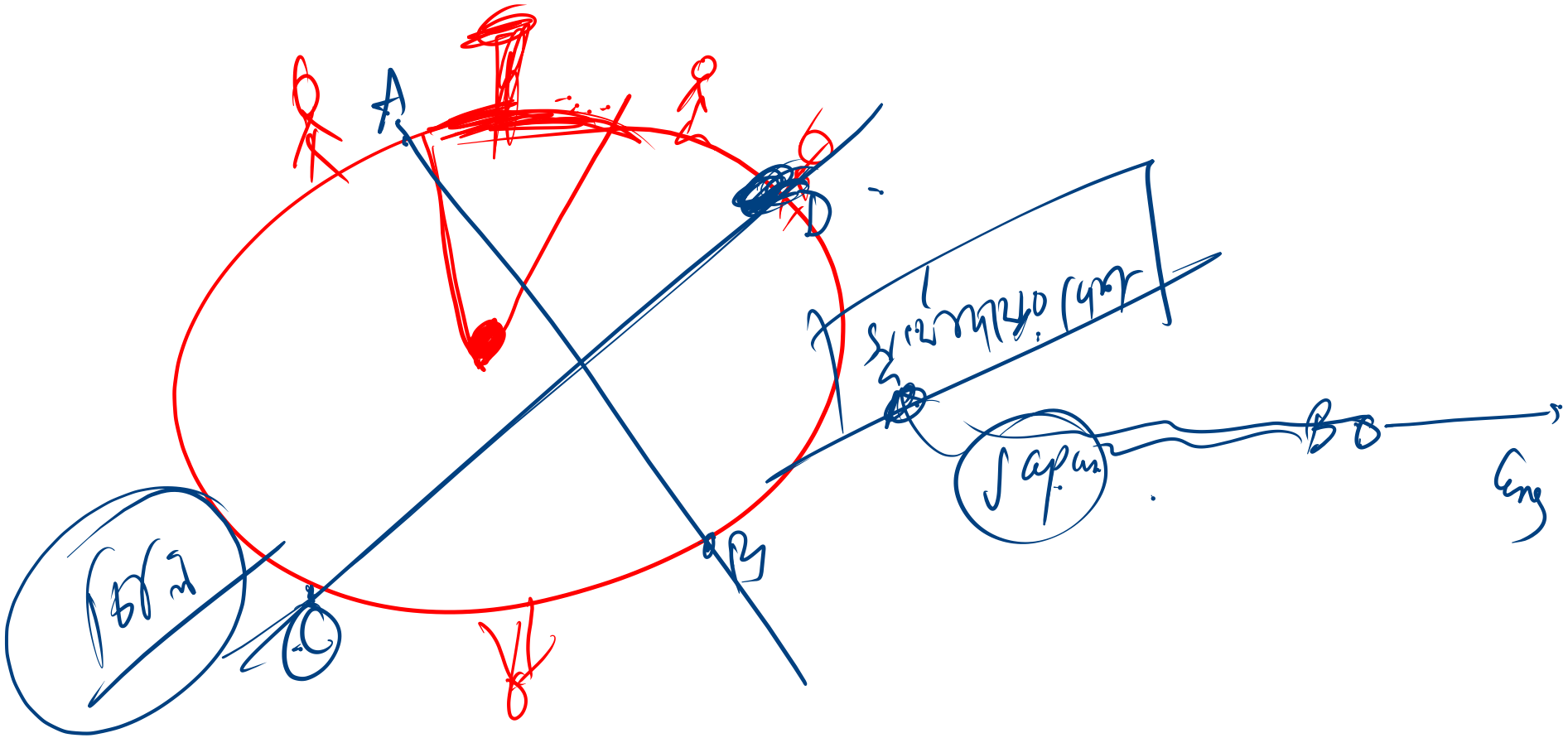

A
D
Japan

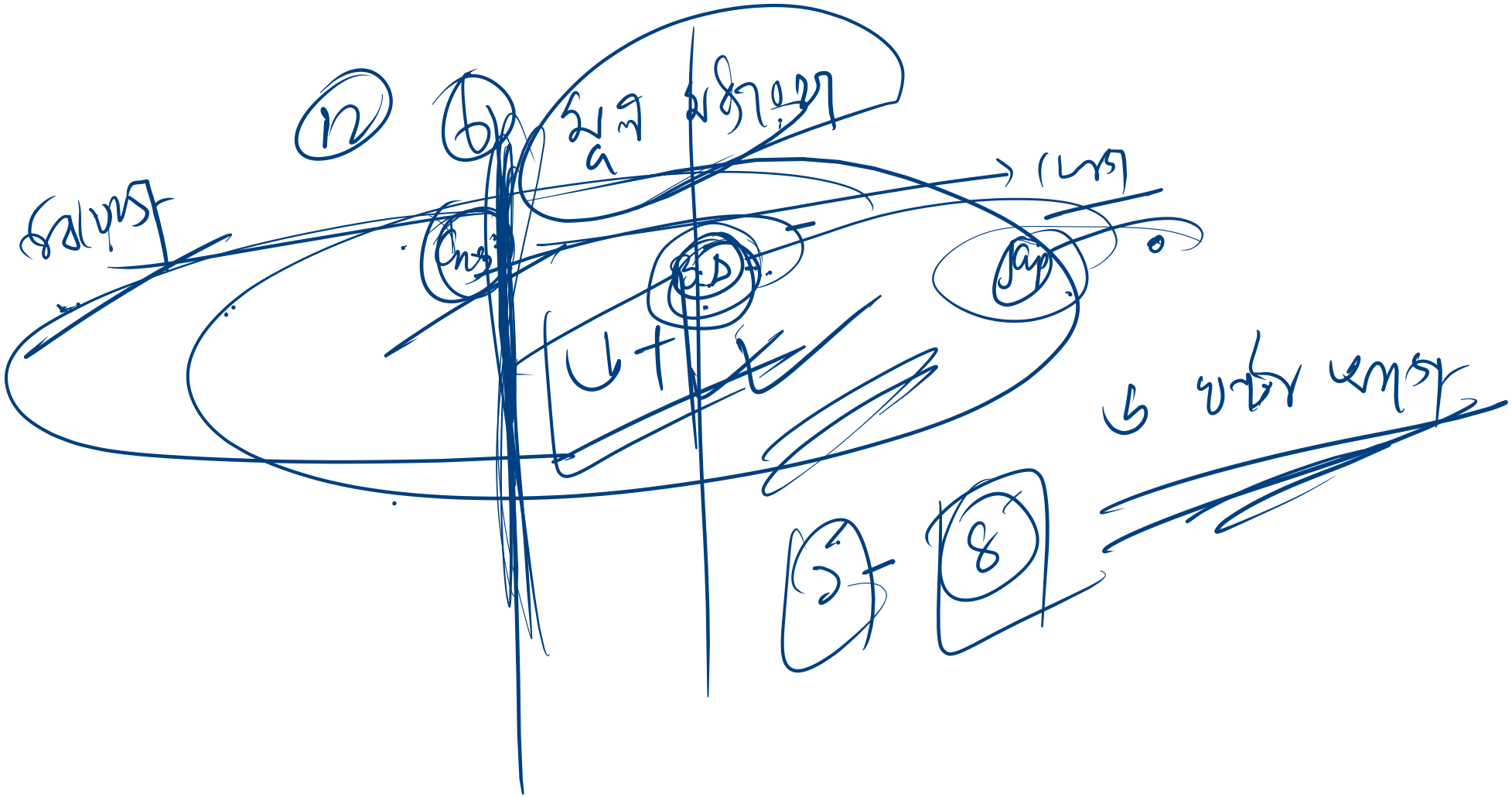

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

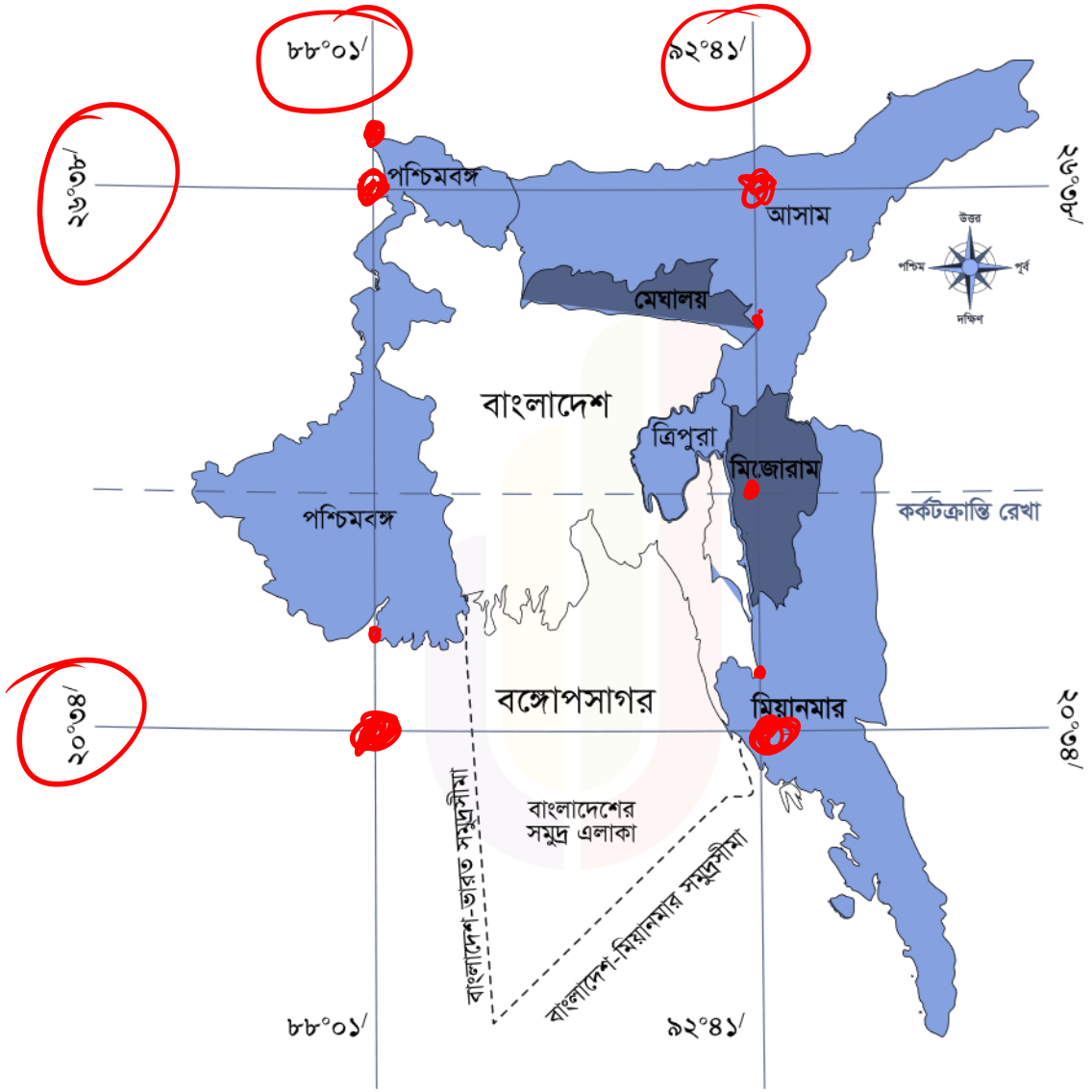

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

কৌণিক শীর্ষ	থানার নাম
উত্তর-পশ্চিম	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
উত্তর-পূর্ব	জকিগঞ্জ, সিলেট
দক্ষিণ-পশ্চিম	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
দক্ষিণ-পূর্ব	টেকনাফ, কক্সবাজার

প্রান্ত	স্থান	উপজেলা	জেলা
উত্তর	বাংলাবান্ধা	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেড়াদ্বীপ/সেন্ট মার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনাকষা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

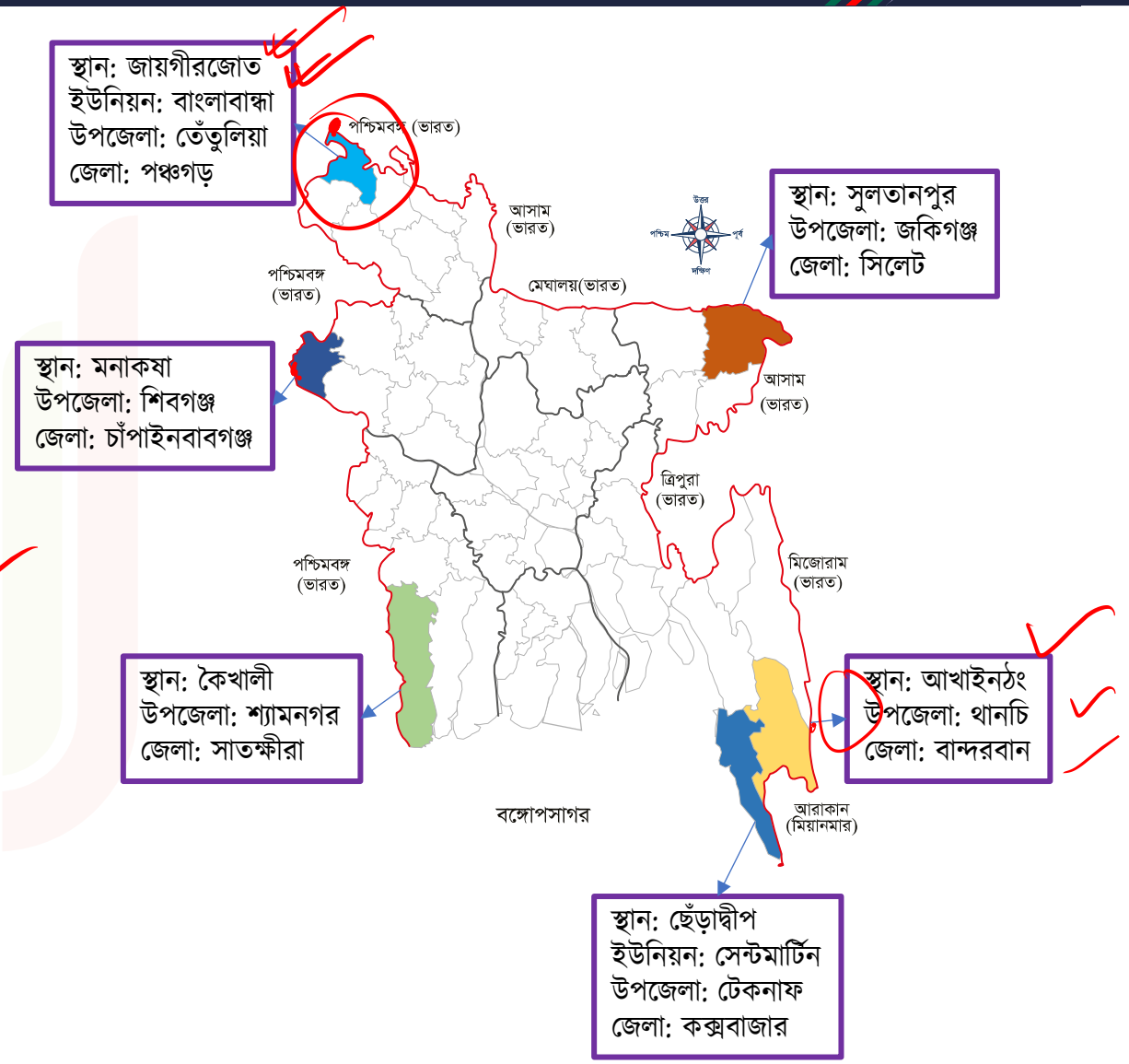

বাংলাদেশের সীমানা

❑ বাংলাদেশের একমাত্র মানমন্দির:

- নির্মাণস্থল: ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
- সহায়তায়: বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)।
- একনেকে অনুমোদন: ১ জুন, ২০২১।
- নির্মাণে ব্যয়: ২১৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

- স্থানটির বিশেষত্ব: ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা ও কর্কটক্রান্তি (২৩.৫ ° উত্তর অক্ষরেখা) রেখার মিলন বা সংযোগস্থল।
- প্রেক্ষাপট: পৃথিবীর ৪টি দ্রাঘিমা রেখা (০°, ৯০°, ১৮০° ও ২৭০°) এবং ৩টি অক্ষরেখা (কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখা ও নিরক্ষরেখা) পরস্পর ১২টি স্থানে ছেদ করেছে যার ১০টি পড়েছে সমুদ্রে, আর বাকি ২টি স্থলভাগে। স্থলভাগের একটির মিলনস্থল সাহারা মরুভূমিতে (জনমানবহীন) এবং অন্যটি ফরিদপুরের ভাঙ্গায়।

বাংলাদেশের সীমানা

➢ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ৫টি, জেলা ৩২টি।

রাজ্য (৫টি)	জেলা (৩২টি)	সংখ্যা
আসাম	ধুরজী, শ্রীভূমি, করিমগঞ্জ, হাইলাকন্দি, কাছাড়।	৫টি
মিজোরাম	মামিত, লুংলে, লংটলাই	৩টি
ত্রিপুরা	ধলাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা, ঊনকোটি	৮টি
মেঘালয়	পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্ব খাসি পাহাড়, দক্ষিণ পশ্চিম খাসি পাহাড়, দক্ষিণ গারো পাহাড়, পশ্চিম গারো পাহাড়, দক্ষিণ পশ্চিম গারো পাহাড়	৭টি
পশ্চিমবঙ্গ	মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং	৯টি

➢ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাজ্য ২টি। যথা- চিন ও আরাকান।

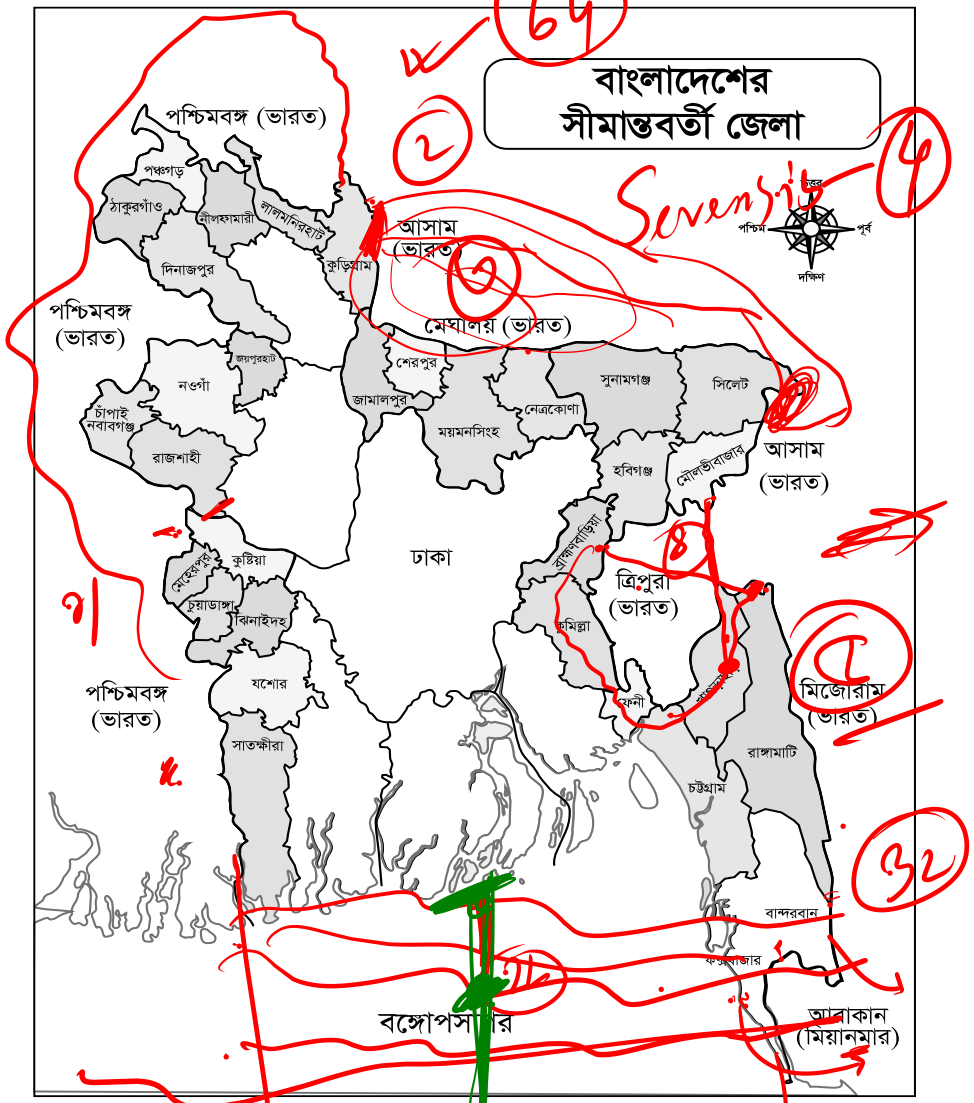

বাংলাদেশের সীমানা (কিমি)					
সীমানা	স্থলসীমা	সমুদ্রসীমা	ভারতের সাথে স্থলসীমা	মিয়ানমারের সাথে স্থলসীমা	তথ্যসূত্র
৫,১৩৮	৪,৪২৭	৭১১	৪,১৫৬	২৭১	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (সাবেক বিডিআর)
৪,৭২৭	-	৭৩২	৩,৭১৫	২৮০	উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল ও বাংলাদেশ
৪,৭১২	-	৭৩২	৩,৭১৫	২৮০	উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল
	৩,৯৯৫	৭১৬	৩,৭১৫.১৮	২৮০	মাধ্যমিক ভূগোল

➢ বাংলাদেশ-ভারত অমীমাংসিত সীমান্ত: ২.৫ কিলোমিটার (ফেনী জেলার মুহরীর চর)।

বাংলাদেশের সীমানা (সমুদ্রসীমা)

বাংলাদেশের সীমানা (কিমি)	
রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা	১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২৪ কি.মি. (১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫৩ কি.মি.)।
অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা	২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪০ কি.মি.।
ভারতের সাথে জলসীমা	১৮০ কি.মি.।

- বাংলাদেশের মহীসোপানের দৈর্ঘ্য- ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।
- সীমান্তবর্তী জেলা **৩২টি**।
- ভারতের সাথে সীমানা ৩০টি।
- মায়ানমারের সাথে সীমানা ০৩টি।
- রাঙ্গামাটি জেলা ভারত এবং মায়ানমার এই দুই দেশের সাথে সীমানা রয়েছে।

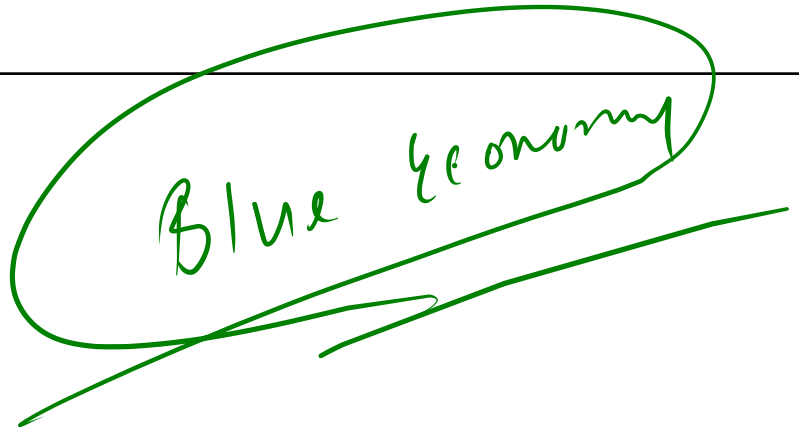

❑ বঙ্গোপসাগর:

- ✓ বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল ঘিরে অবস্থিত, ৭১১ (অথবা ৭১৬) কিলোমিটার সমুদ্রসীমা।
- ✓ "বে" অর্থে পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর যার আয়তন প্রায় ২২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।
- ✓ গড় গভীরতা ২৬০০ মিটার অথবা ৮৫০০ ফুট। বঙ্গোপসাগর মোট ৫টি দেশের সীমান্তে অবস্থিত। যথা- বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা।
- ✓ সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডঃ বাংলাদেশের মহীসোপানের কিনারায় একটি গভীর খাত। অপর নাম গঙ্গাখাত। ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার প্রস্থ এই খাতের গড় গভীরতা ১২০০ মিটার। এটি প্লাইস্টোসিন কালে গঠিত হয়েছে।
- ✓ পূর্ব গোলার্ধের ৯০° দ্রাঘিমারেখার সমান্তরালে রিজ (শৈলশিরা) বিদ্যমান যা নাইনটি ইস্ট রিজ (Ninety East Ridge) নামে পরিচিত।

❑ সমুদ্র অর্থনীতি

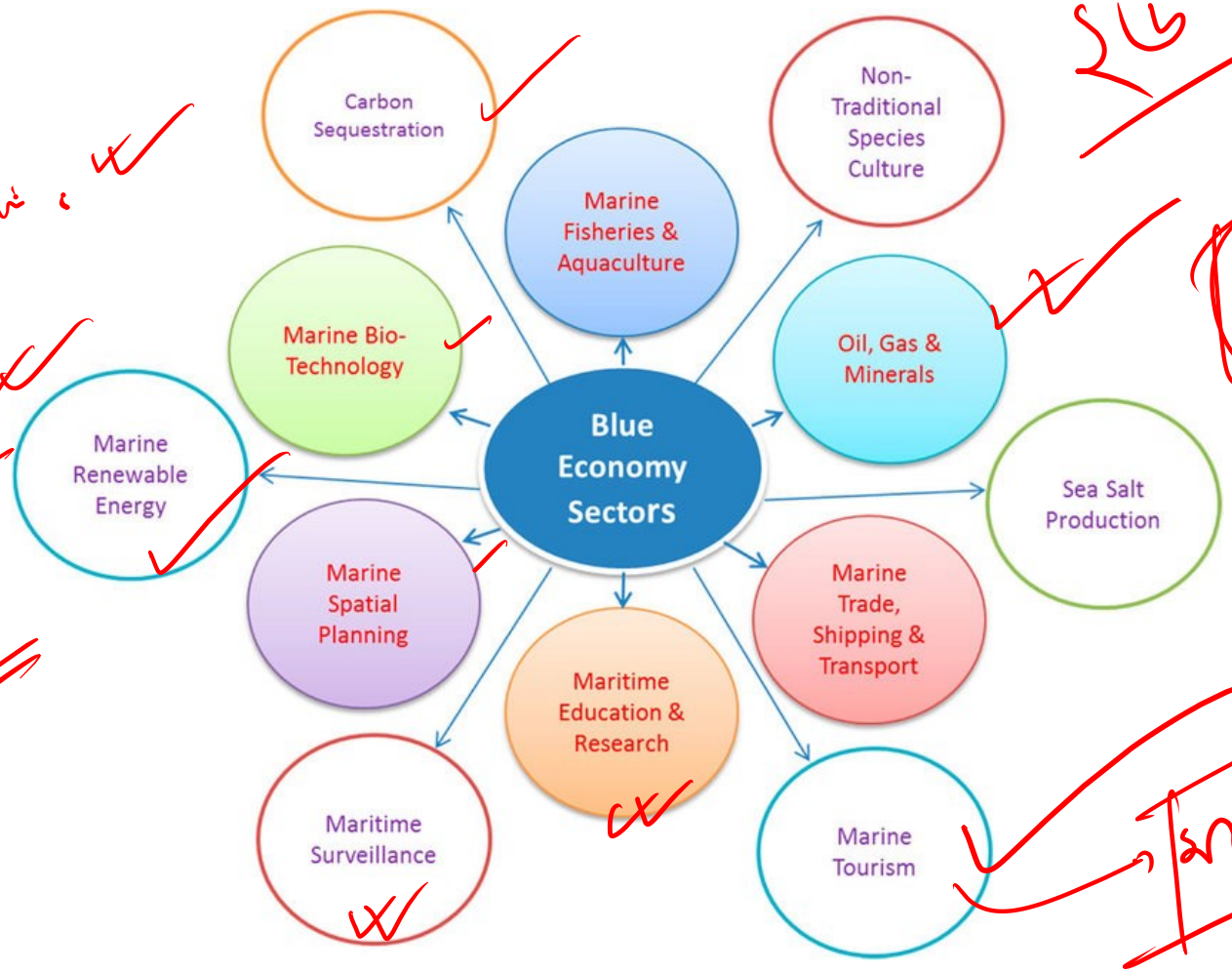
Blue Economy Sectors
Carbon Sequestration
Marine Fisheries & Aquaculture
Non-Traditional Species Culture
Marine Bio-Technology
Oil, Gas & Minerals
Marine Renewable Energy
Sea Salt Production
Marine Spatial Planning
Marine Trade, Shipping & Transport
Maritime Education & Research
Maritime Surveillance
Marine Tourism

❖ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের মালিক। আর এই নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ। তেল, গ্যাস, মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, মোনাজাইট, জিরকন, শামুক, ঝিনুক, মাছ, অক্টোপাস, হাঙ্গর ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণিজ ও খনিজসম্পদ রয়েছে সাগরে। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে মৎস্য সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। এখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০ প্রজাতির কাঁকড়া, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক। এছাড়াও রয়েছে টুনা মাছের মতো দামি ও সুস্বাদু মাছ, যার রয়েছে প্রচুর আন্তর্জাতিক চাহিদা। 'সেভ আওয়ার সি'-এর তথ্যমতে, সমুদ্র থেকে শুধু মাছ রফতানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা সম্ভব।

➡ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে, ২০২২ সালের মধ্যে যে চারটি দেশ মৎস্য সম্পদে বিপুল পরিমাণ সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। ২০১৭-২০ সালে সারা দেশে মোট উৎপাদিত মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ ছিল ৬০ লাখ মেট্রিক টন; যদিও ৮০ লাখ টন মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে। ৬০০ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার মধ্যে মাছ ধরার সীমানা মাত্র ৩৭০ কিলোমিটার। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির অভাবে এ দেশের জেলেরা মাত্র ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত মাছ ধরতে পারে। ফলে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ থাকার পরও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কাজে লাগাতে হবে।

➡ সমুদ্রকে ঘিরে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। যা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন, টেকসই ও পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমুদ্র অর্থনীতি

- সমুদ্র অর্থনীতিতে (ব্লু ইকোনমি) বিনিয়োগের নতুন দিগন্তে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে সমুদ্র অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে চায় সরকার। এই লক্ষ্য পূরণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষণকরা। তাদের ভাষ্য, বাংলাদেশের জলসীমায় সাগরের নিচে নতুন অর্থনীতি। সাগরের তলদেশ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৫ শতাংশ অর্জিত হবে সমুদ্র অর্থনীতি থেকে।
- গভীর সমুদ্রের বিশাল অংশ বাংলাদেশের জলসীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর পরিমাণ দেশের স্থলভাগের প্রায় ৮১ শতাংশ। এখানে রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে ৭৫টির মতো দ্বীপ। এগুলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানার অন্তত ১৩টি স্থানে রয়েছে সোনার চেয়েও মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম। যাতে মিশে আছে ইলমেনাইট, গার্নেট, সিলিমেনাইট, জিরকন, রুটাইল ও ম্যাগনেটাই। অগভীরে জমে আছে 'ক্লে' যা দিয়ে তৈরি হয় সিমেন্ট। হিমালয়কেও হার মানাবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষের জীবিকা সরাসরি সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ জোগান আসে সমুদ্র থেকে বিশ্বের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৬ ভাগের অবদান বঙ্গোপসাগরের।

বাংলাদেশের সমুদ্রবিজয়

বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সমুদ্রসীমা আছে- **ভারত ও মিয়ানমার।**

❑ বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমারঃ

- ➲ এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় **২০১২ সালের ১৪ মার্চ**।
- ➲ জার্মানির হামবার্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) এ সমুদ্র বিষয়ক এ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়।
- ➲ মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় **১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি**।

❑ বাংলাদেশ বনাম ভারতঃ

- ➲ এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলা হয় নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত- Parmanent Court of Atribution (PCA) –এ।
- ➲ এই সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় হয় **২০১৪ সালের ৭ জুলাই**।
- ➲ বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ ছিল ২৫,৬০২ বর্গ কি.মি.। মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় **১৯,৪৬৭ কি.মি.**।

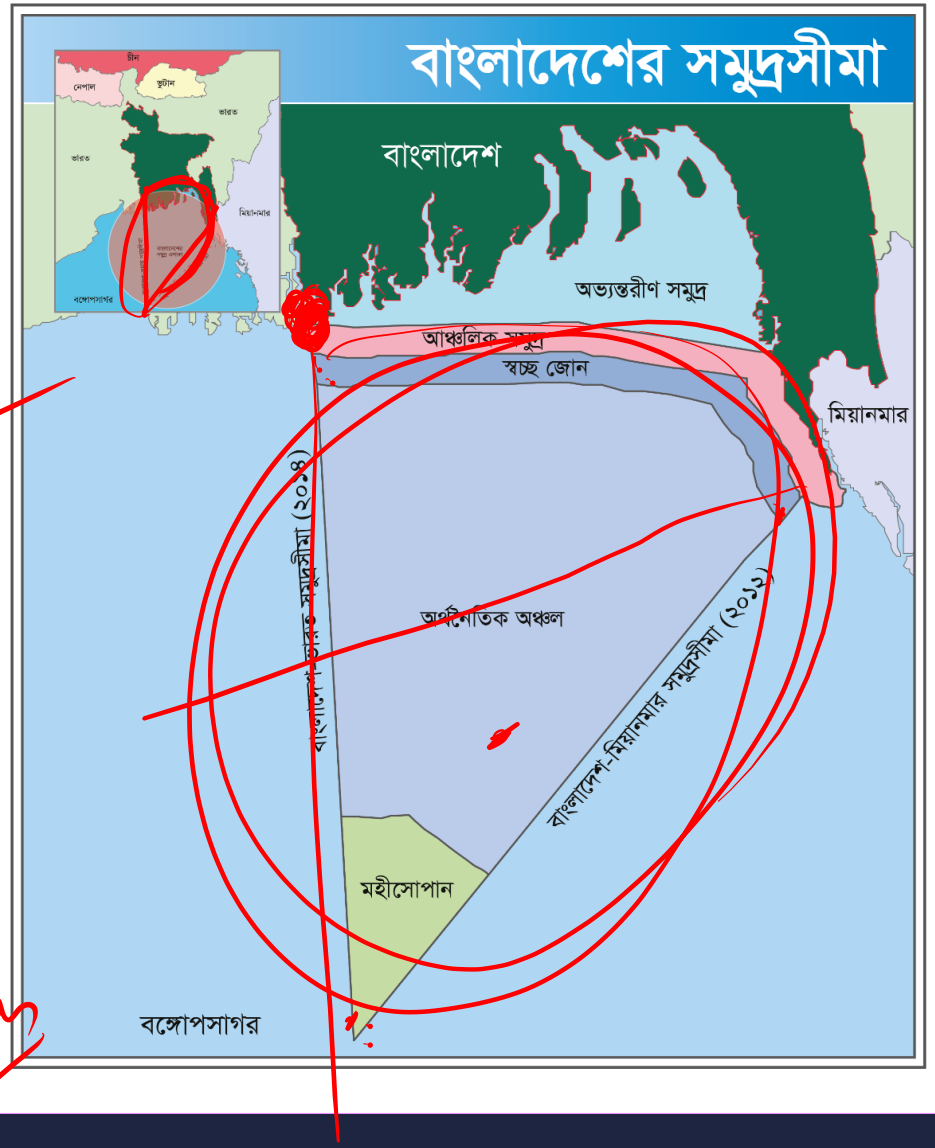

❑ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি সুরাহা হওয়ায় বাংলাদেশ যা যা লাভ করেছে-

- ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. টেরিটোরিয়াল সমুদ্র। ১২ নটিক্যাল মাইল রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা।
- ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ)।
- চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার।

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

- স্থলবন্দর - ২৬ টি।
- প্রস্তাবিত স্থলবন্দর – প্রাগপুর স্থলবন্দর, মুজিবনগর স্থলবন্দর।
- চালু স্থলবন্দরের সংখ্যা - ১৬টি।
- উন্নয়ন কার্যক্রমাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা-৮টি।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা - ১১টি।
- বিওটি (বিল্ড অন ট্রান্সফার) পদ্ধতি বা প্রাইভেট কোম্পানির ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা - ৫টি।
- নদীবন্দর: ৫৫টি— সর্বশেষ: হাতিয়াবন্দর, নোয়াখালী। [সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব]

[Source: বাংলাদশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ]

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

❑ **চট্টগ্রাম বন্দর:**

- বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়।
- ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গঠিত হয়।
- ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ বণিকদের কাছে চট্টগ্রাম বন্দর পোর্ট গ্রান্ডি নামে পরিচিত ছিল।
- বন্দর কর্তৃপক্ষ ও পোর্ট কমিশনার্স কে একত্রিত করে ১৯৬০ সালে গঠিত হয় পোর্ট ট্রাস্ট'।

❑ **মোংলা সমুদ্রবন্দর:** ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ 'The city of lyous' সুন্দরবনের মধ্যে পশুর নদীর জয়মনিগোল নামক স্থানে নোঙ্গর করে। এটাই ছিল মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। এরপর ১৯৫১ সালের ৭ মার্চ চালনা নামক স্থানে এ বন্দর স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সালের ২০ জুন এ বন্দরকে মোংলা নামক স্থানে নেয়া হয়। এখন এর অবস্থান বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার সেলবুনিয়া মৌজার পশুর নদী এবং মোংলা নদীর সংযোগস্থল। বর্তমানে বন্দরটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। পণ্য খালাসের জন্য ২২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। প্রতিবছর এই বন্দরে প্রায় ৪০০টি জাহাজ নোঙ্গর করে এবং বছরে গড়ে ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্যের আমদানি-রপ্তানি সম্পন্ন হয়।

❑ **পায়রা সমুদ্রবন্দর:** পায়রা সমুদ্রবন্দর পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদী তীরবর্তী টিলাখালি ইউনিয়নের ইটবাড়িয়া নামক স্থানে অবস্থিত। বন্দরটি ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রায় ৬০০ একর জায়গা জুড়ে বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত। এর অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এখনো চলমান।

✪ ঢাকার প্রতিপাদ স্থান কোথায় অবস্থিত?

(a) মেক্সিকোর নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে

(b) চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে

(c) দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট ভারত মহাসাগরে

(d) যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আটলান্টিক মহাসাগরে

❑ ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

- টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ
- সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

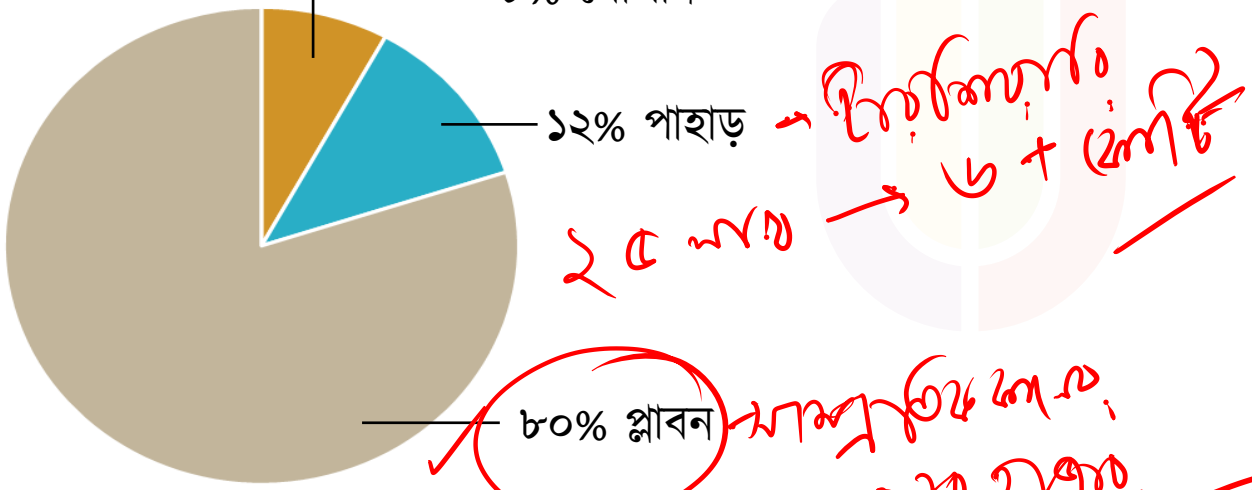

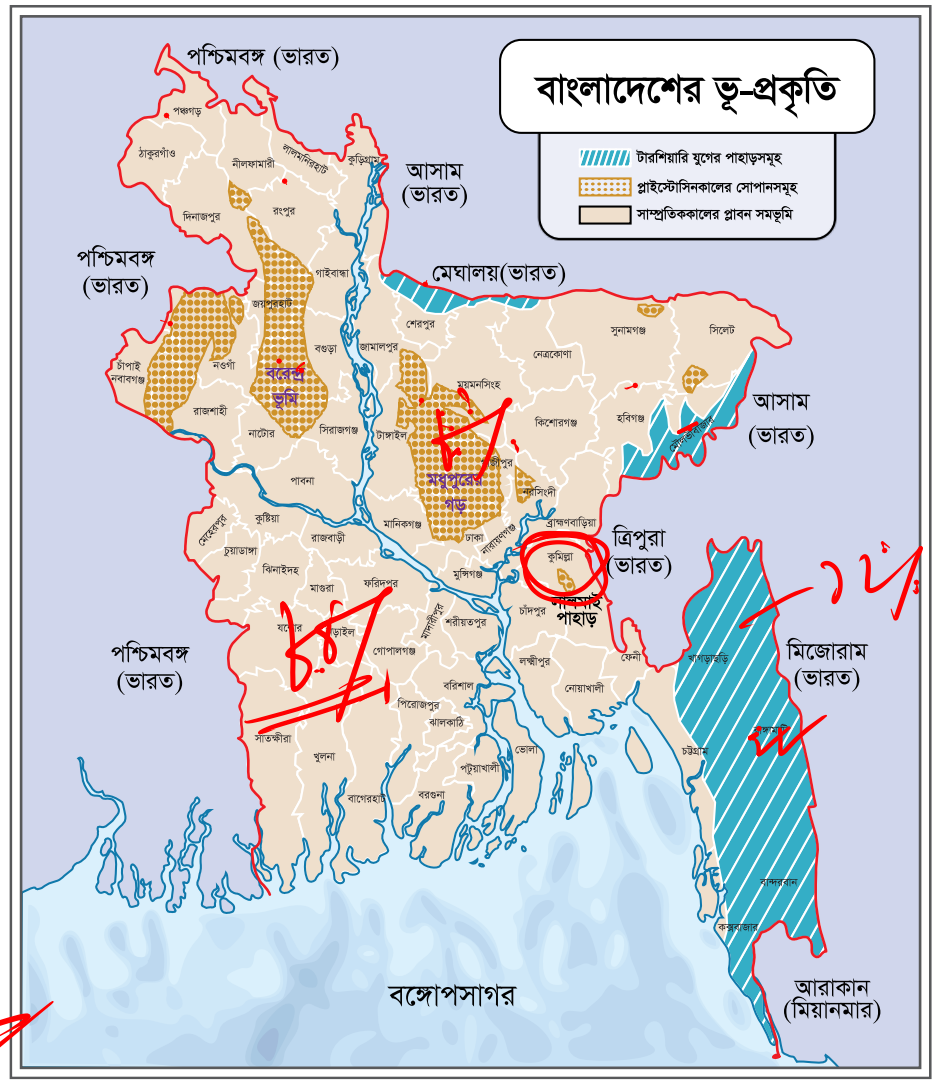

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

প্রকরণ	অবস্থান	তথ্য
টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়।	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ।	✓ গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। ✓ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিংডং (বিজয়) এবং উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। ✓ ১,২৩০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট শৃঙ্গ কেওক্রাডং এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।
	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণে।	✓ গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। এটি দেশের গজারি বৃক্ষের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ✓ উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

BCS Copy

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

প্রকরণ	উপ-প্রকরণ	অবস্থান	তথ্য
প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে।	বরেন্দ্রভূমি	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে	✓ ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত।
	মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়	টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।	✓ আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার।
	লালমাই পাহাড়	কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত বিস্তৃত।	✓ আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার। ✓ গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

প্রকরণ	অবস্থান	তথ্য
সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি এই সমভূমির বয়স ১২০০০ বছর।	রংপুর ও দিনাজপুর	✓ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার।
	ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের অঞ্চল।	
	ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা।	
	নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত।	
	খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ।	

উপত্যকা/ভ্যালি

উপত্যকা	অবস্থান
হালদা ভ্যালি	খাগড়াছড়ি
বলিশিরা ভ্যালি	মৌলভীবাজার
নাপিতখালী ভ্যালি	কক্সবাজার
সাজেক ভ্যালি	রাঙামাটি
ভেঙ্গি ভ্যালি	কাপ্তাই, রাঙামাটি
সাঙ্গু ভ্যালি	চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের নদ-নদী

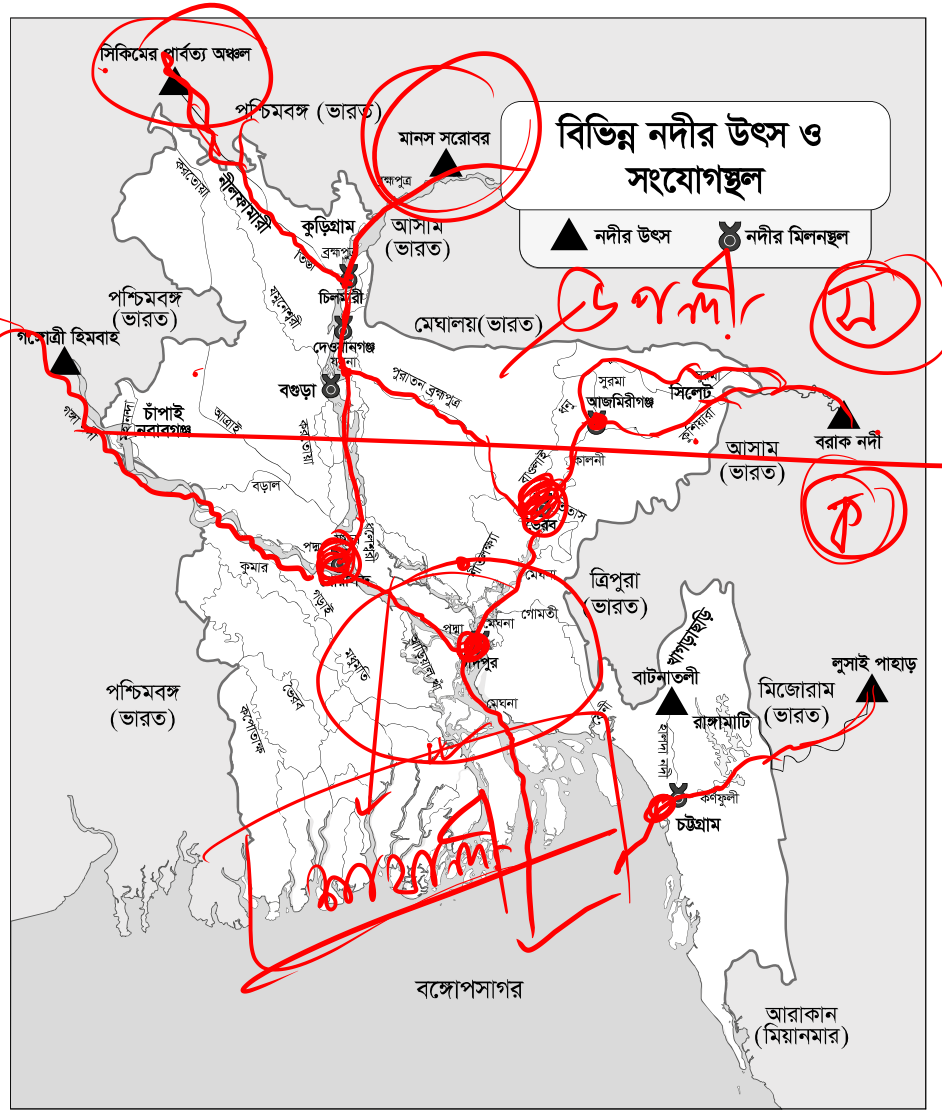

বিভিন্ন নদীর উৎস ও সংযোগস্থল
নদীর উৎস
নদীর মিলনস্থল
সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
মানস সরোবর
কুড়িগ্রাম
আসাম (ভারত)
চিলমারী
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
গঙ্গোত্রী হিমবাহ
দেওয়ানগঞ্জ
মেঘালয়(ভারত)
বগুড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ
সুরমা
সিলেট
আজমিরীগঞ্জ
বরাক নদী
আসাম (ভারত)
বড়াল
ভৈরব
কুমার
ত্রিপুরা (ভারত)
গোমতী
মেঘনা
চাঁদপুর
বাটনাতলী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
লুসাই পাহাড়
মিজোরাম (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
কর্ণফুলী
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর
আরাকান (মিয়ানমার)

বাংলাদেশের নদ-নদী

নদী/নদ	উৎপত্তি	সমাপ্তি	প্রবেশের স্থান	উপনদী	শাখানদী
পদ্মা	হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ	বঙ্গোপসাগর	রাজশাহী	মহানন্দা, পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন, কুলিক, পাগলা	কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতি
যমুনা	জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা হিসেবে	দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মায়	-	তিস্তা, করতোয়া, ধরলা ও আত্রাই	ধলেশ্বরী
মেঘনা	আসামের লুসাই পাহাড় থেকে। উৎপত্তিস্থলের নাম- বরাক নদী	বঙ্গোপসাগর	সিলেট	বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা	মনু, তিতাস, গোমতী, বাউলাই
ব্রহ্মপুত্র	হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে	ভৈরব বাজারের দক্ষিণে মেঘনায়	কুড়িগ্রাম	ধরলা ও তিস্তা	বংশী ও শীতলক্ষ্যা
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে	বঙ্গোপসাগর	রাঙ্গামাটি	কাসালং, হালদা এবং বোয়ালখাল, কাপ্তাই	–

বাংলাদেশের নদ-নদী

নদী	উৎপত্তি	পতন	উপনদী	শাখানদী
বুড়িগঙ্গা	ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যার মিলিত প্রবাহ	ধলেশ্বরী		
মহানন্দা	হিমালয়	চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে	পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক ও টাঙ্গন	
ধলেশ্বরী	যমুনা	নারায়ণগঞ্জ জেলায় শীতলক্ষার সাথে মিলিত হয়েছে		বুড়িগঙ্গা

বাংলাদেশের নদ-নদী

নদী	উৎপত্তি	পতন	উপনদী	শাখানদী
ভৈরব	মালদহের যেস্থানে শ্রুতকীর্তি গঙ্গায় পড়েছে, তারই অপর পাড়ে	বঙ্গোপসাগর		ইছামতি ও কপোতাক্ষ
নাফ	মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের পর্বতশ্রেণি	বঙ্গোপসাগর		
তিস্তা	সিকিমের চিতামু হ্রদ	ব্রহ্মপুত্র নদে, চিলমারী		
হালদা	খাগড়াছড়ির বাটনাতলি পাহাড়	কর্ণফুলী		
সাঙ্গু	আরাকান পর্বত	বঙ্গোপসাগর		
মাতামুহুরি	বান্দরবানের 'মাইভার পাহাড়'	মহেশখালী চ্যানেল		

হাওড়, বাঁওড়, বিল ও হ্রদ

নাম	অবস্থান	তথ্য
চলন বিল	পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলায়	✓ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল। ✓ বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস– চলন বিল। ✓ এই বিলের উপর দিয়ে আত্রাই নদী প্রবাহিত।
টাঙ্গুয়ার হাওড়	সুনামগঞ্জ জেলায়	✓ ২০০০ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ হয়। ✓ এটি একটি রামসার সাইট (২০০০ সালে ঘোষিত)। ✓ অপর নাম 'নয় কুড়ি কান্দার ছয় কুড়ি বিল'।
বিল ডাকাতিয়া	খুলনা জেলার ডুমুরিয়ায়	✓ একে 'পশ্চিমা বাহিনীর নদী' বলা হয়।
কাপ্তাই হ্রদ	রাঙামাটি জেলা	✓ কৃত্রিম হ্রদ; ✓ বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

হাওড়, বাঁওড়, বিল ও হ্রদ

ধরন	নাম	অবস্থান	তথ্য
হাওড়	হাকালুকি	মৌলভীবাজার ও সিলেট	বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়।
	হাইল	মৌলভীবাজার	এর আয়তন প্রায় ১০ হাজার হেক্টর।
	বুরবুক	জৈন্তাপুর, সিলেট	বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হাওড়।
	শনির হাওড়	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	উত্তর পূর্বের হাওড় অঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তম হাওড়।
বাঁওড়	পোরাপারা	মহেশপুর, ঝিনাইদহ	দেশের বৃহত্তম বাঁওড়; এর আয়তন ৭৩ হেক্টর।
	সারজাত	কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	দেশের ক্ষুদ্রতম বাঁওড়; এর আয়তন ৪ হেক্টর।

হাওড়, বাঁওড়, বিল ও হ্রদ

ধরন	নাম	অবস্থান	তথ্য
বিল	ভবদহ বিল	যশোর	প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভবদহকে অভয়নগরের দুঃখও বলা হয়ে থাকে। নদী ও খালের তলদেশে পলি জমে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।
	তামাবিল	সিলেট	জৈন্তা হিল রিসোর্টের জন্য বিখ্যাত।
	আড়িয়াল বিল	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	এটি দেশের মধ্যাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন বিল। এর আয়তন ১৩৬ বর্গ কিলোমিটার।
	বাইক্কা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	আয়তন ১০০ হেক্টর। প্রতি বছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে।

Important

হাওড়, বাঁওড়, বিল ও হ্রদ

ধরন	নাম	অবস্থান	তথ্য
হ্রদ	প্রান্তিক হ্রদ	হলুদিয়া, বান্দরবান	প্রায় ২৯ একর এলাকা নিয়ে প্রান্তিক হ্রদের অবস্থান।
	বগা লেক	রুমা, বান্দরবান	বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার স্বাদু পানির একটি হ্রদ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১,২৪৬ ফুট (৩৮০ মিটার)।
খাল	চাকতাই	চট্টগ্রাম	বহদ্দারহাট মোড় থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার পথ ঘুরে চাক্তাই এলাকায় কর্ণফুলী নদীতে মিশেছে

✪ **বরেন্দ্রভূমি হলো-**

(a) সাম্প্রতিককালে প্লাবন সমভূমি

(b) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়

(c) প্লাইস্টোসিনকালের সোপান

(d) পাদদেশীয় পলল সমভূমি

ঝরনা ও জলপ্রপাত

জলপ্রপাতের নাম	অবস্থান
শুভলং	রাঙ্গামাটি
হামহাম	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
পরীকুণ্ডু	বড়লেখা, মৌলভীবাজার
নাফাখুম	থানচি, বান্দরবান

জলপ্রপাতের নাম	অবস্থান
বাকলাই	থানচি, বান্দরবান
ফাইপি	থাইকং, বান্দরবান
ঋজুক	রুমা, বান্দরবান
রিসাং	খাগড়াছড়ি

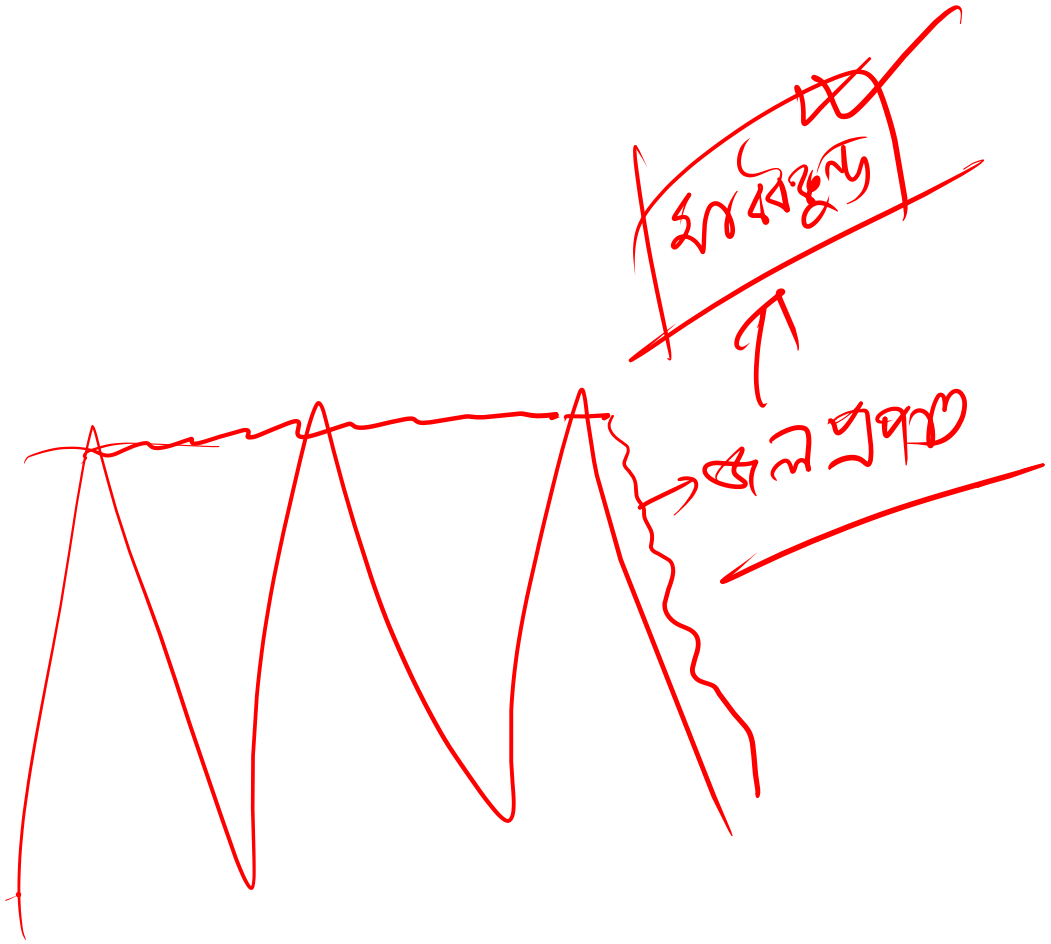
মাধ্যমিক
ফুল প্রুফ

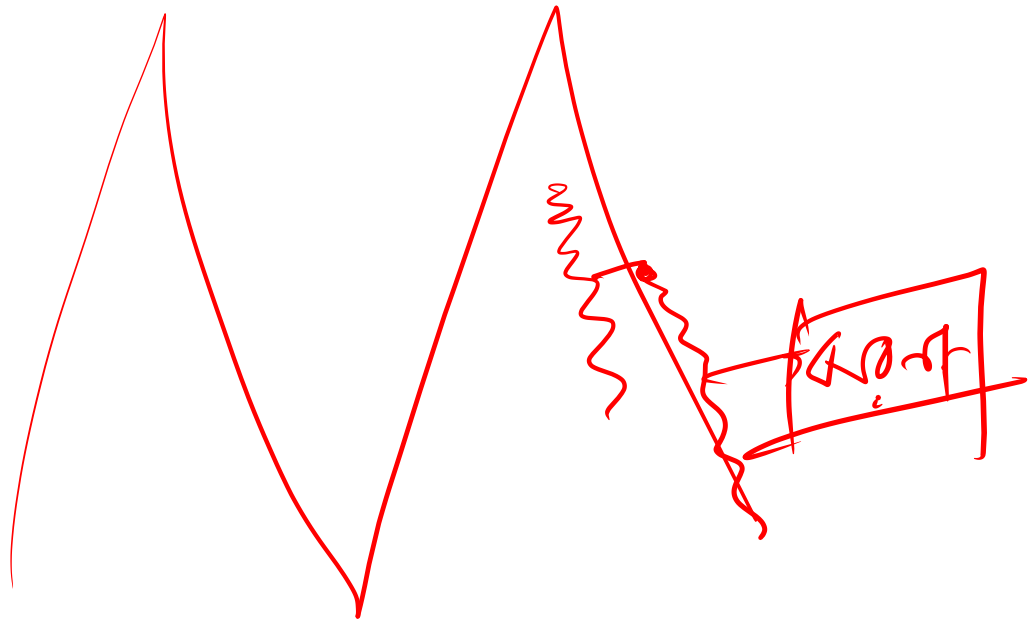
ফেল

বাংলাদেশের দ্বীপ ও চর

দ্বীপ	অবস্থান	পূর্ব নাম/ অন্য নাম	তথ্য
ভোলা দ্বীপ	মেঘনা নদীর মোহনায়	শাহবাজপুর	✓ ভোলা দ্বীপ (দক্ষিণ শাহবাজপুর নামেও পরিচিত) হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ যার আয়তন ১২২১ বর্গ কিলোমিটার। এটি বরিশাল বিভাগের অন্তর্গত ভোলা জেলার বেশিরভাগ এলাকা জুড়ে অবস্থিত।
সোনাদিয়া দ্বীপ	কক্সবাজারের পশ্চিমে	প্যারা দ্বীপ	✓ মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত। ✓ আয়তন– ৯ বর্গ কি.মি.।
সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে	প্রবাল দ্বীপ, নারিকেল জিঞ্জিরা	✓ বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ। নাফ নদীর মুখে অবস্থিত। আয়তন ৮ বর্গ কি. মি.। ✓ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত ছেঁড়াদ্বীপ, সেন্টমার্টিনের অংশ। ✓ সেন্টমার্টিন দ্বীপটি সমুদ্র সমতল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা থেকে ৩.৬ মিটার উপরে অবস্থিত। ✓ এই দ্বীপে অলিভ টার্টল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের দ্বীপ ও চর

দ্বীপ	অবস্থান	পূর্ব নাম/ অন্য নাম	তথ্য
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা (হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়)	পূর্বাশা, নিউমুর	✓ ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায় অনুসারে এটি বর্তমানে ভারতের সমুদ্রসীমায় রয়েছে। ✓ বিবিসি'র তথ্য অনুযায়ী মার্চ ২০১০ থেকে দ্বীপটি ২ মিটার সমুদ্রতলে নিমজ্জিত।
কুতুবদিয়া দ্বীপ	কক্সবাজার জেলায়		✓ কুতুবদিয়া বাতিঘর নির্মাণ করা হয়– ১৮৪৬ সালে। ✓ কুতুবদিয়ায় ঘূর্ণায়মান বাতি স্থাপিত হয়– ১৮৯২ সালে। ✓ কুতুবদিয়া বাতিঘরের উচ্চতা প্রায় ৪০ মিটার।

বাংলাদেশের দ্বীপ ও চর

দ্বীপ	অবস্থান	পূর্ব নাম/ অন্য নাম	তথ্য
মহেশখালী দ্বীপ	কক্সবাজারের পশ্চিম উপকূলে		✓ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ। এই দ্বীপে বিখ্যাত আদিনাথ মন্দির অবস্থিত। ✓ প্রথম ডিজিটাল দ্বীপ। ✓ দেশের প্রথম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল স্থাপিত হয়।
নিঝুম দ্বীপ	নোয়াখালী জেলায়, মেঘনা নদীর মোহনায়	ওসমানের চর, চর ইছামতি	✓ নিঝুম দ্বীপের আয়তন ৩৫.১৩৫ বর্গমাইল/ ৯১ বর্গ কি.মি. ✓ ২০১৯ সালের ৩০ এপ্রিল দ্বীপটিকে 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ✓ এ দ্বীপে পর্তুগিজরা বসবাস করত।
দুবলার চর	সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে	জাফর পয়েন্ট	✓ বিখ্যাত– মৎস্য আহরণ, শুঁটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য।

বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ

বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ

❑ ধান:

- ধান উষ্ণ জলবায়ুতে, বিশেষত পূর্ব-এশিয়ায় ব্যাপক চাষ হয়।
- দেশের ৮০ ভাগ আবাদি জমিতে ধান চাষ হয় ধান চাষের জন্য ১৬° – ৩০° তাপমাত্রা এবং ১০০ – ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি প্রয়োজন।
- ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতকে উফশী বলা হয়। আশির দশক থেকে এদেশে উফশী ধানের চাষ জনপ্রিয় হতে শুরু করে।
- এদের মধ্যে, কাটারিভোগ ধান সবচেয়ে ভালো হয় দিনাজপুরে। বাংলাদেশের কাটারিভোগ ধান ১৭ জুন, ২০২১ এবং শেরপুরের তুলশী মালা ধান ১২ জুন, ২০২৩ সালে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- কালিজিরা ধান সবচেয়ে ভালো হয় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে।
- ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন এবং রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ ভারত। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয়। ধান উৎপাদনে শীর্ষ জেলা – ময়মনসিংহ।

❑ মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য

ধান	চাষের উপযোগী সময়	কাটার উপযোগী সময়	বিবরণ
আউশ	চৈত্র–বৈশাখ	আষাঢ়–শ্রাবণ	৮০–১২০ দিনের মধ্যে পাকে। একে আষাঢ়ী ধানও বলে। বৃষ্টি নির্ভর ধান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আউশ ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৩৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন।
আমন	শ্রাবণ–ভাদ্র	কার্তিক–অগ্রহায়ণ	আমন ধান মূলত দুই প্রকার যথা– (১) রোপা আমন ও (২) বোনা আমন। রংপুরে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমন ধান উৎপাদন হয় ১৭১.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন।
বোরো	কার্তিক মাস	জ্যৈষ্ঠ	প্রধানত সেচ নির্ভর ধান। সেচ জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে। একে বাসন্তিক ধানও বলা হয়। সিলেটে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। বাংলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত ধান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বোরো ধান উৎপাদনের পরিমাণ ২২২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

❑ **গম:** গম বাংলাদেশের শীত মৌসুমে উৎপন্ন হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানাদার ফসল। বাংলাদেশের আবহাওয়া গম ভালো হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী।

- দেশে বছরে মোট গমের চাহিদা ৩০–৩৫ লাখ মেট্রিক টন।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা– ২০২৪ অনুযায়ী দেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট গমের উৎপাদন ১২.২৯ লাখ মেট্রিক টন।
- উচ্চ ফলনশীল গমের জাত 'শতাব্দী'। হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫৫ টন।
- বাংলাদেশের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়।

❑ পাট:

- পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। বায়ুর ৭০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতার, চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাট বীজ বোনা হয়।
- পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট উৎপাদনে শীর্ষ দেশ ভারত। রপ্তানিতে শীর্ষদেশ বাংলাদেশ।
- ১৯৫১ সালে মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৪৯টি পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে।
- বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম প্রথম ২০১০ সালের জুন মাসে পাটের Genome Sequence বা জীবন রহস্য উন্মোচন করেন।
- দেশের উন্নতজাতের পাট হলো তোষা পাট এবং মেছতা পাট।
- পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৬ মার্চ, ২০১৭।
- সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর জেলায়।

❑ চা:

- ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ সালে মতান্তরে ১৮৪৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়।
- চা গবেষণা কেন্দ্র ও চা মিউজিয়াম মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত। চা বোর্ড অবস্থিত চট্টগ্রামে।
- চীন সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু করে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬৯টি চা বাগান রয়েছে।
- সবচেয়ে বেশি ৯২টি চা বাগান অবস্থিত মৌলভীবাজারে। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলায় ২৫টি, সিলেট জেলায় ১৯টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২১টি, রাঙ্গামাটি জেলায় ২টি, পঞ্চগড় জেলায় ৮টি, ঠাকুরগাঁও জেলায় ১টি ও খাগড়াছড়িতে ১টি (সর্বশেষ) চা বাগান আছে।
- চা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন এবং চা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কেনিয়া।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে পঞ্চগড় জেলায়।

❑ **ইক্ষু:** ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৩১ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৯ নভেম্বর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট। ইক্ষুর উন্নত জাতের মধ্যে ঈশ্বরদী-১/৫৩, ঈশ্বরদী- ২/৫৪, গেন্ডারিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- উৎপাদনে শীর্ষ জেলা নাটোর।
- বর্তমানে বাংলাদেশে চিনির উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ টন।
- বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি চিনিকল আছে।

❑ **রেশম:** বাংলাদেশে রেশম গুটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। রেশম চাষকে সেরিকালচার বলা হয়। রেশম পোকা মথ বা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

- রেশম উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহীতে অবস্থিত।
- রেশমের ঐতিহ্যবাহী এবং অতি জনপ্রিয় শাড়ির নাম 'গরদ'।
- রেশমের জন্য রাজশাহীকে সিল্ক সিটি বলা হয়।

❑ **তামাক:** তামাক বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। তামাক গাছ লম্বায় ১২ থেকে ১৮ ইঞ্চি (৩-৬ ফুট) হয়। রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে।

- তামাক গবেষণা কেন্দ্র রংপুরে অবস্থিত।
- সুমাত্রা ও ম্যানিলা তামাকের উন্নত জাত।
- অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তামাক চাষ করা হয়।

❑ **জুম চাষ:** জুম চাষ হলো পাহাড়ি এলাকায় এক ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকারের ফসলের বীজ বপন করা হয়। এটাই জুম চাষ বা স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি। জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি হলো– সল্ট পদ্ধতি। Slash and Burn হলো জুম চাষের অন্য নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% চাষীই জুমিয়া। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে জুম চাষ বেশি হয়। বছরে ২ বার জুম চাষ করা হয়। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে, পুড়িয়ে জুম চাষ করা হয়। এই পদ্ধতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

- জুম চাষের সাথে জড়িত জনগণ 'জুমিয়া' নামে পরিচিত।
- জুম পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল হলো ধান, তুলা, তিল, আদা ও হলুদ।
- বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর ভূমি এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনভূমি

বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- স্রোতজ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন।
- সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
- ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি।

স্রোতজ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন

সুন্দরবনের অপর নাম বাদাবন, একে উপকূলীয় বনও বলা হয়। এর মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার বা ২৪০০ বর্গ মাইল বাংলাদেশে অবস্থিত যা সুন্দরবনের ৬২ শতাংশের একটু বেশি। খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাব্যাপী সুন্দরবন অঞ্চল। একক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি সুন্দরবন এবং পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বন। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী, যার শ্বাসমূল রয়েছে। **এছাড়াও সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রসমূহ হলো :** কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, টাইগার পয়েন্ট ইত্যাদি। দুবলার চর মৎস্য আহরণ, শুটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত।

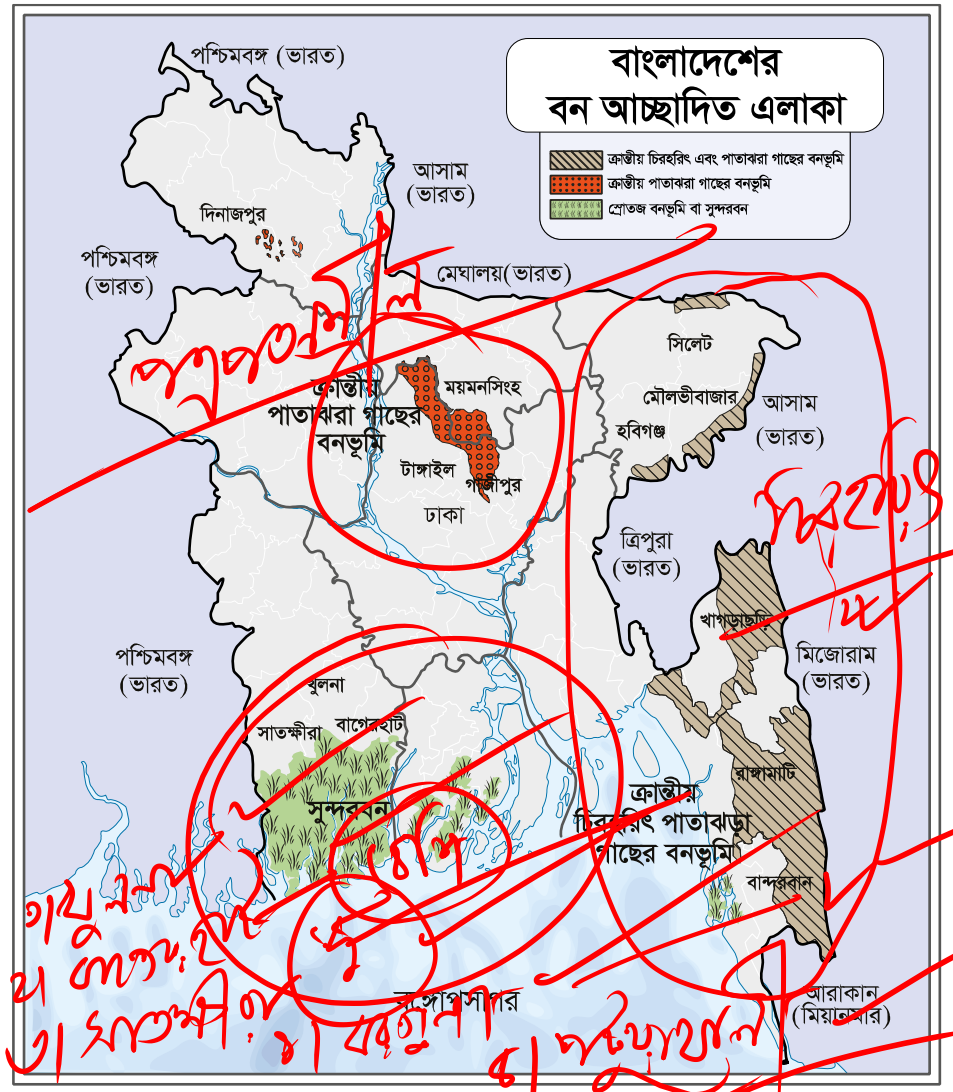

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

সম্পদ: সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গরান, রাইন, ধুন্দল, আমুর, পাওর ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনাঞ্চলের সম্পদ। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর গোলপাতাও (Nipa palm) জন্মে। সুন্দরী বৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার কারণে এই বনভূমি সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া এখান হতে মধু, মোম, শন ও ঔষধি গাছ সংগ্রহ করা হয়। বাঘ, বানর, হরিণ, কুমির ও বিভিন্ন প্রকার পাখিও বনাঞ্চলের অবদান। সুন্দরবনে দুই ধরনের হরিণ পাওয়া যায়। যথা: মায়া হরিণ ও চিত্রা হরিণ। আবার এ বনে তিন প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। যথা: কেটো কচ্ছপ, সুন্দি কচ্ছপ ও ধুম তরুণাস্থি কচ্ছপ। সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় ভাবে পরিচিত মৌয়ালরা মধু সংগ্রহ করে।

সুন্দরবনের নদীসমূহ : পশুর, শিবসা, রায়মঙ্গল, বালেশ্বর প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রধান নদী। পূর্বে বালেশ্বর নদী ও পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী অবস্থিত। এছাড়া হাড়িয়াভাঙা নদী সুন্দরবন অংশে বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্ত করেছে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব: বাংলাদেশের মোট কাঠের ৬০% সুন্দরবনের গাছ হতে সংগৃহীত হয়।

নিচে সুন্দরবনের সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হলো:

- ✓ দেশের বেশিরভাগ কাঠ সুন্দরবনের গাছ হতে পাওয়া যায়।
- ✓ সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষ গৃহ ও নৌকা নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত ধুন্দল বৃক্ষ পেন্সিল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ গেওয়া বৃক্ষ নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনভূমি হতে প্রাপ্ত মধু এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি দেশের চিড়িয়াখানায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছের কাজ

গাছের নাম	ব্যবহার
সুন্দরী	▪ হার্ডবোর্ড, আসবাবপত্র, ঘরের দরজা ইত্যাদি তৈরি হয়। ▪ সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ কাঠ দিয়ে তৈরি নৌকার কদর রয়েছে।
গোলপাতা	▪ ঘরের ছাউনি তৈরিতে।
গরান	▪ ছোট নৌকার কাঠামো (পাজরা) তৈরিতে এই গাছের কাণ্ড ব্যবহার করা হয়। কাঠি, লাঠি, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ▪ গরানের কাঠ পুড়িয়ে ভালো মানের কয়লা তৈরি করা হয়।
ধুন্দল	▪ অপরিপক্ক ফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে ভোজ্যতেল বের করা যায়। ▪ পেন্সিল তৈরিতেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
গেওয়া	▪ দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈরিতে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়। এ গাছের গুড়ি দিয়ে ঢোল, তবলা, খোল প্রভৃতি তৈরি হয়। ▪ খুলনার নিউজ প্রিন্ট মিলের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
কেওড়া	▪ বাংলাদেশে প্যানেল বানানো, প্যাক করার বাক্স তৈরি, আসবাবপত্র ও জ্বালানির জন্য কেওড়ার কাঠ ব্যবহৃত হয়।

➢ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি

এ বনাঞ্চলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সমস্ত গাছের পাতা এক সাথে ঝরে না। ফলে বন সব সময় সবুজ থাকে। তাই একে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি বলে।

অবস্থান ও আয়তন: প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিয়দংশে এ বনভূমির বিস্তার। এ বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৯৪৭২ বর্গ কি.মি.। এটি বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনাঞ্চল।

বনজ সম্পদ: সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, জারুল, পাম, চিকরাশি, বৈলাম, ময়না, পিটালী ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমিতে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঁশ ও বেত এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া বনাঞ্চলে নারকেল, জলপাই, কাঞ্চন, আমলকি ও বিভিন্ন ঔষধি গাছ জন্মে। বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আছে হাতি, হরিণ, চিতা বাঘ ইত্যাদি।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- ✓ এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বাঁশ ও বেত দ্বারা সিলেট ও চট্টগ্রামে বাঁশ ও বেত শিল্প গড়ে উঠেছে।
- ✓ আসবাবপত্র, সেতু, রেলওয়ে স্লিপার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে জারুল, চাপালিশ প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ময়না, পিটালী প্রভৃতি কাঠ দিয়াশলাই এবং প্লাইউড কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত হরিণ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির চামড়া, শিং, দাঁত নানা প্রকার কুটির শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়।

➢ ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি

এরূপ বনভূমির বৃক্ষের পাতা প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও বৃষ্টির অভাবে ঝরে যায় বলে এরূপ বনভূমিকে পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বলে। স্থানভিত্তিতে এ বনাঞ্চলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

✓ **মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি:** এ বনভূমি ৪৪০ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এ বনভূমি অবস্থিত।

সম্পদ: শাল, গজারি, কড়াই, কাঁঠাল, নিম, ঝিকা, বাজনা, বনজাম ইত্যাদি বৃক্ষ পাওয়া যায়।

✓ **রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি:** ৩৯ বর্গ কি. মি. আয়তনসম্পন্ন এ বনভূমি রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশে গড়ে উঠেছে।

সম্পদ: এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ

❑ বাংলাদেশের প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

শক্তিসম্পদ

(i) প্রাকৃতিক গ্যাস (ii) কয়লা (iii) খনিজ তেল

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ পূরণ করে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (CH_4), যার পরিমাণ ৮০-৯০ শতাংশ। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৪০.৫৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৮.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে ২০২৩ সময়ে উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৮.৬৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪৩ লাখ।

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০২২-২৩)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	গ্যাস ব্যবহারের হার
১	বিদ্যুৎ	৪২%
২	শিল্প	১৯%
৩	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৮%
৪	গৃহস্থালি	১১%
৫	সার কারখানা	৫%
৬	সিএনজি	৪%

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২৪]

২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশজ গ্যাস উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১০০২.৬ বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত এলএনজি (আরএলএনজি) সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১০০২.৬ বিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ৯৩২.৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে।

কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ১৮৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জানুয়ারি ২০২৪) পর্যন্ত উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ৯৬.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৭২০.৩৯ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর ০.৮ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও, বর্তমানে অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েকটি স্থানে লিগনাইট ও বিটুমিনাস শ্রেণির কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এগুলো থেকে এখনও উত্তোলন শুরু হয়নি।

খনিজ সম্পদ

প্রাপ্তিস্থান: রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেটের লালঘাট, টাকেরহাট, ভাঙ্গারঘাট প্রভৃতি। ফরিদপুরের বাগিয়া ও চান্দাবিল, খুলনার কোলাবিল ও সিলেটে কিছু পীট কয়লা পাওয়া গিয়েছে।

কয়লার ক্ষেত্র	সঞ্চিতির পরিমাণ
১. বড়পুকুরিয়া	৪১০ মিলিয়ন মে.টন
২. দীঘিপাড়া	৭০৬ মিলিয়ন মে.টন
৩. ফুলবাড়ি	৫৭২ মিলিয়ন মে.টন
৪. খালাসপীর	৬৮৫ মিলিয়ন মে.টন
৫. জামালগঞ্জ	৫৪৫০ মিলিয়ন মে.টন
মোট	৭৮২৩ মিলিয়ন মে.টন

[উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ]

✪ কোন তারিখে জাতীয় কৃষি দিবস পালন করা হয়?

(a) ১লা ফাল্গুন

(b) ১লা কার্তিক

(c) ১লা আশ্বিন

(d) ১লা অগ্রহায়ণ

➢ **একটি দেশের মোট আয়তনের কত শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?** [৪৮তম বিসিএস]

(ক) ১৫-২০% (খ) ২০-২৫% (গ) ৩০-৩৫% (ঘ) ৩৫-৪০%

➢ **বাংলাদেশের কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?** [৪৮তম বিসিএস]

(ক) লুসাই পাহাড় (খ) সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল

(গ) তিব্বতের মানোস সরোবর (ঘ) নাগা-মনিপুর অঞ্চলের বোরাক নদী

➢ **বাংলাদেশের দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত ভারতের কোন রাজ্যের সাথে?** [৪৭তম বিসিএস]

(ক) মেঘালয় (খ) আসাম (গ) পশ্চিমবঙ্গ (ঘ) ত্রিপুরা

➢ **বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডরের মাঝখানে?** [৪৭তম বিসিএস]

(ক) মালাক্কা ও হরমুজ প্রাণালী (খ) হরমুজ ও পক প্রাণালী

(গ) সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালী (ঘ) জিব্রাল্টার ও বসফরাস প্রণালী

➢ **হিলি স্থল বন্দরটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?** [৪৬তম বিসিএস]

(ক) বিরামপুর, দিনাজপুর (খ) ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

(গ) হাকিমপুর, দিনাজপুর (ঘ) পাঁচবিবি, জয়পুর হাট

➢ **নিচের কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র?** [৪৫তম, ৪৪তম বিসিএস]

(ক) বাখরাবাদ (খ) হরিপুর (গ) তিতাস (ঘ) হবিগঞ্জ

➢ **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ১৫০ নটিক্যাল মাইল (খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল

(গ) ২৫০ নটিক্যাল মাইল (ঘ) ৩০০ নটিক্যাল মাইল

➢ **কোন নদীটির উৎপত্তিস্থান বাংলাদেশে?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) কর্ণফুলি (খ) নাফ (গ) মেঘনা (ঘ) হালদা

➢ **বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমির চ্যালেঞ্জ নয় কোনটি?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ঘন ঘন বন্যা (খ) সমুদ্র দূষণ (গ) ত্রুটিপূর্ণ সমুদ্র শাসন (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

➢ **বাংলাদেশের প্রথম কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি (খ) সাভার, ঢাকা (গ) সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (ঘ) বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর

➢ **কোন বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয়?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) পার্বত্য বন (খ) শালবন (গ) মধুপুর বন (ঘ) ম্যানগ্রোভ বন

➢ **নিম্নের কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) চীন (খ) পাকিস্তান (গ) থাইল্যান্ড (ঘ) মিয়ানমার

➢ **'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কী?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) একটি দেশের নাম (খ) ম্যানগ্রোভ বন (গ) একটি দ্বীপ (ঘ) সাবমেরিন ক্যানিয়ন

➢ **বাংলাদেশের কোন জেলাটি কয়লা সমৃদ্ধ?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) সিলেট (খ) কুমিল্লা (গ) রাজশাহী (ঘ) দিনাজপুর

➢ **বাংলাদেশের কোথায় প্লাইস্টোসিন কালের সোপান দেখা যায়?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) বান্দরবান (খ) কুষ্টিয়া (গ) কুমিল্লা (ঘ) বরিশাল

➢ **বাংলাদেশের কোন দ্বীপটি প্রবাল দ্বীপ নামে খ্যাত?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) নিঝুমদ্বীপ (খ) সেন্ট মার্টিন (গ) হাতিয়া (ঘ) কুতুবদিয়া

➢ **'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'- কোথায় অবস্থিত?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) মেঘনা মোহনায় (খ) সুন্দরবনের দক্ষিণে

(গ) পদ্মা এবং যমুনার সংযোগস্থলে (ঘ) টেকনাফের দক্ষিণে

➢ **বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি কোনটি?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) ময়নামতি (খ) পুণ্ড্রবর্ধন (গ) পাহাড়পুর (ঘ) সোনারগাঁ

➢ **বাংলাদেশের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান কী ধরনের বনভূমি?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ, আধা-চিরহরিৎ জাতীয় (খ) ক্রান্তীয় আর্দ্র পত্র পতনশীল জাতীয়

(গ) পত্র পতনশীল জাতীয় (ঘ) ম্যানগ্রোভ জাতীয়

➢ **নিচের কোনটি জলজ উদ্ভিদ নয়?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) হিজল (খ) করচ (গ) ডুমুর (ঘ) গজারি

➢ **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর মধ্যে কোন খাতে বেশি কর্মসংস্থান হয়?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) নির্মাণ খাত (খ) কৃষি খাত (গ) সেবা খাত (ঘ) শিল্প কারখানা খাত

➢ **ভূতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ভূমিরূপ গঠিত হয়–** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) টারশিয়ারি যুগে (খ) প্লাইস্টোসিন যুগে (গ) কোয়াটারনারি যুগে (ঘ) সাম্প্রতিককালে

➢ **নিচের কোন জেলাতে প্লাইস্টোসিন চত্বরভূমি রয়েছে?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) চাঁদপুর (খ) পিরোজপুর (গ) মাদারীপুর (ঘ) গাজীপুর

➢ **নিচের কোন ভৌগোলিক এলাকাটি 'রামসার সাইট' হিসেবে স্বীকৃত?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) রামসাগর (খ) বগা লেইক (Lake) (গ) টাঙ্গুয়ার হাওর (ঘ) কাপ্তাই হ্রদ

➢ **বাংলাদেশের নিম্নলিখিত জেলাসমূহের মধ্যে কোন জেলায় নীচু ভূমির (Low land) পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?** [৩৭তম বিসিএস]

(ক) হবিগঞ্জ (খ) গোপালগঞ্জ (গ) কিশোরগঞ্জ (ঘ) মুন্সীগঞ্জ

➢ **বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?** [৩৭তম ও ১১তম বিসিএস]

(ক) মেঘনা (খ) যমুনা (গ) পদ্মা (ঘ) কর্ণফুলী

[**বি:দ্র:** পূর্বে বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী ছিল মেঘনা কিন্তু জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-২০২৩ এর তথ্যমতে বর্তমানে বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী পদ্মা। যার দৈর্ঘ্য ৩৪১ কি.মি।]

➢ **বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?** [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ২০°৩০' ~ ২০°৩৪' (খ) ৮৮°৩১′ ~ ৪০°৯০′

(গ) ৩৪° ~ ২৫° ৩৮′ (ঘ) ৮৮° ০১′ থেকে ৯২° ৪১′

➢ **বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত?** [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ৫১৩৮ কি.মি. (খ) ৪৩৭১ কি.মি. (গ) ৪১৫৬ কি.মি. (ঘ) ৩৯৭৮ কি.মি.

➢ **'সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়–** [৩৬তম বিসিএস]

(ক) পাগ-মার্ক (খ) ফুটমার্ক (গ) GIS (ঘ) কোয়ার্ডবেট

➢ **বাংলাদেশের সুন্দরবনে কত প্রজাতির হরিণ দেখা যায়?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

➢ **'ঝুম' চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের কোন জেলাসমূহে দেখা যায়?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া

(খ) নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ

(গ) বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম

(ঘ) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ

➢ **বাংলাদেশের কৃষি কোন প্রকার?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ধান-প্রধান নিবিড় স্বয়ংভোগী

(খ) ধান-প্রধান বাণিজ্যিক

(গ) স্বয়ংভোগী মিশ্র

(ঘ) স্বয়ংভোগী শস্য চাষ ও পশুপালন

➢ **ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নেই?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) আসাম (খ) মিজোরাম (গ) ত্রিপুরা (ঘ) নাগাল্যান্ড

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/@Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy